প্রসঙ্গ

গর্ভপাত

ইসলামি আইনে গর্ভপাতের জন্য কঠোর সাজার বিধান রাখা হয়েছে। যদি ভ্রূণ জীবনের লক্ষণসহ বেরিয়ে আসে এবং পরে মারা যায় তবে 'দিয়া'র বিধান কার্যকর হবে। যদি ভ্রূণ জীবনের লক্ষণ ছাড়া বের হয়ে আসে তবে 'গুররাত' এর মতো সাজা প্রযোজ্য হবে। চিকিৎসক এবং অন্য যারা গর্ভপাত প্রক্রিয়ায় জড়িত তাদের সবাই শাস্তিযোগ্য

পটভূমি

গর্ভপাত হচ্ছে ভ্রূণ ধ্বংসের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ধরন। প্রাচীন মিসর ও গ্রীসেও এর চর্চা দেখা যায়। বিশ শতকের শুরুতে শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপ এবং আমেরিকায় বেআইনি গর্ভপাতের চলন বেড়ে যায়। বিশ শতকের মধ্যভাগে অনেক দেশে গর্ভপাত বৈধকরণ আইন চালু হয়। যার ফলে এ সংক্রান্ত অস্ত্রোপচারের সংখ্যা সমাজে অনেক বেড়ে যায়। জোরপূর্বক গর্ভপাত ঘটানোর মতো বিষয় এখনও কোনো কোনো দেশে চালু আছে।

ভ্রূণ ধ্বংস

সাধারণত গর্ভাবস্থার এক বা দুই তৃতীয়াংশের (Trimester) সময় ঘটানো হয়। গর্ভপাতের সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে– নিয়মিত মাসিক বন্ধের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে menstrual regulation/ extraction করানো; ১০-১২ সপ্তাহের বেশি মাসিক বন্ধ থাকলে D & C করানো; অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভাবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য মিলনের পর Post Coital Pill বা Morning After Pill খাওয়া। এখানে গর্ভপাত নিয়ে কয়েকটি নৈতিক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে যার সবই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে জীবনের শুরু কখন তা নিয়ে।

গর্ভপাত সম্পর্কে আইনি বিধান : গর্ভপাত সাধারণভাবে নিষিদ্ধ

'সকল জীবনই মূল্যবান, সকল জীবনেরই আরোও বাঁচার অধিকার আছে' এ কথা গর্ভস্থ জীবন থেকে শুরু করে জীবনের আশাহীন ব্যক্তি পর্যন্ত সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম মতে, কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা ছাড়া কারো জীবননাশ গোটা মানবতাকে হত্যার শামিল। আইন অনুসারে গর্ভপাত হত্যার মতো অপরাধ। কারণ জীবন শুরু হয় গর্ভধারণের প্রথম অবস্থা (Conception) থেকেই। ইসলাম সামান্য রক্তপাতের মতো ঘটনা দিয়েও কারো কোনো ক্ষতির অনুমতি দেয় না বা অন্য কোনোভাবে প্রহারের মাধ্যমে কারো শারীরিক ক্ষতির অনুমতি দেয় না। কোনো বৈধ কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা নিষিদ্ধ। আর নর হত্যা ইসলাম বর্ণিত সাতটি প্রধান পাপের অন্যতম। এ হিসেবে ইসলামি আইন কোনো জন্মগত বিকারবিশিষ্ট ভ্রূণ ধ্বংসেরও অনুমতি দেয় না। (এ বিষয়ে ভিন্নমত আছে– অনুবাদক)। এ ছাড়াও দারিদ্র,

ধর্ষণ, অযাচার এবং ব্যাভিচারের ফসল ভ্রুণ ধ্বংস করাও ইসলামি মতে অবৈধ (এ বিষয়েও ভিন্নমত আছে– অনুবাদক) ইসলাম গর্ভপাতের জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলেছে। সেক্ষেত্রে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে– গর্ভপাত পরিচালনাকারী চিকিৎসকের ওপর (যদিও দম্পতির অনুরোধে তা হয়ে থাকে)। আর দম্পতির মধ্যে উভয়েই এতে সম্মত থাকলে উভয়েই সাজা পাবে, একজন অন্যজনকে বাধ্য করলে প্ররোচনাকারী সাজা পাবে।

গর্ভবস্থা যখন মাতৃস্বাস্থ্য অথবা জীবনের জন্য হুমকি

গর্ভাবস্থা অব্যাহত থাকলে যদি তা মায়ের স্বাস্থ্য বা জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেবে এমন আশঙ্কা হয় তবে এ অবস্থায় ইসলাম গর্ভপাতের অনুমতি দেয়। এটি এমন নয় যে একটি জীবনের ওপর আরেকটি জীবনকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এটি হচ্ছে বাস্তবতাকে মেনে নেয়া। কারণ মায়ের জীবন ধ্বংস হলে সেই ভ্রুণের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে যেটি করা হচ্ছে তা হলো– দুটো জীবনকেই ধ্বংস হতে না দিয়ে অন্তত একটিকে রক্ষা করা। এখানে শরিয়াহ'র বিবেচনা হচ্ছে দুটো ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক কম ক্ষতিটাকে মেনে নেয়া। সব ধরনের গর্ভপাতের ক্ষেত্রে গর্ভপাতকৃত ভ্রুণকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে ধৌত করে, কাফনাচ্ছাদিত করে সমাহিত করতে হবে।

গর্ভপাতের জন্য আইনি সাজা

ইসলামি আইনে গর্ভপাতের জন্য কঠোর সাজার বিধান রাখা হয়েছে। যদি ভ্রুণ জীবনের লক্ষণসহ বেরিয়ে আসে এবং পরে মারা যায় তবে 'দিয়া'র বিধান কার্যকর হবে। যদি ভ্রুণ জীবনের লক্ষণ ছাড়া বের হয়ে আসে তবে 'গুররাত' এর মতো সাজা প্রযোজ্য হবে। চিকিৎসক এবং অন্য যারা গর্ভপাত প্রক্রিয়ায় জড়িত তাদের সবাই শাস্তিযোগ্য (এমনকি যদি দম্পতির উভয়ের সম্মতি থাকে তবুও)। ইসলামি আইনে 'মা' নিজেই গর্ভপাত ঘটালে কি করতে হবে সে বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। এছাড়া যেখানে স্বামী-স্ত্রী যৌথ ভাবে গর্ভপাত ঘটায় সে বিষয়েও অকাট্য বিধান নেই।

গর্ভপাত বিষয়ে আইনি ও নৈতিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ

জীবনের শুরু বিষয়ে যুক্তি : এ বিষয়ে লেখকের ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, গর্ভপাত ফৌজদারি হত্যাকান্ডের সমতুল্য, কারণ জীবন শুরু হয় গর্ভধারণের শুরু থেকেই। কোনো কোনো আইনবিদ এ সময়টিকে ৪০ দিন থেকে ১২০ দিন পর্যন্ত বলে তার পূর্বে গর্ভপাতকে বৈধতা দিয়েছেন (একটি হাদিস মতে রুহ প্রবেশ করে ৪০ দিনে, অন্যটির মত ১২০ দিনের)। তাদের যুক্তি হচ্ছে 'রুহ' প্রবেশের আগে Embryo তার মানবিক মর্যাদা ও অধিকার পায় না। লেখকের মতে তাদের এ যুক্তি গ্রহণে হাদিসের শিক্ষা যথাযথভাবে অনুসৃত হয়নি। লেখকের মতে হাদিসে কবে আল্লাহ তায়ালা নতুন সত্ত্বায় 'রুহ' ফুকে দেন তা বলা আছে কিন্তু 'রুহ' প্রবেশ মানেই যে জীবন শুরু তা বলা হয়নি। লেখকের মতে 'রুহ' প্রবেশ জীবনের অবস্থার উন্নয়ন কিন্তু শুরু নয় (ওআইসি ফিকাহ একাডেমি 'রুহ' প্রবেশকেই জীবনের শুরু ধরেছেন এবং সময়টি ১২০ দিন বলে একমত হয়েছেন– অনুবাদক)। যদি 'রুহ' প্রবেশ মানে জীবনের শুরু ধরেও নেয়া হয় তবুও এর পূর্বে গর্ভপাত একটি অপরাধ বলেই বিবেচিত

গর্ভপাত বৈধরণের মাধ্যমে মানবজীবনের প্রতি যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয় তা পরিণামে মানুষকে সহজেই জীবনঘাতি যেকোনো পন্থা গ্রহণে লিপ্ত করে

হবে, কারণ তা একটি সম্ভাব্য জীবনের সম্ভাবনা ধ্বংস করছে (ওআইসি ফিকাহ একাডেমিও ১২০ দিনের পূর্বে গর্ভপাতকে ঢালাও অনুমতি দেয়নি তবে মায়ের স্বাস্থ্য, ভ্রুণ এর সম্ভাব্য জেনেটিক রোগ ও কিছু সীমিত কারণের প্রেক্ষিতে তা করার সুযোগ রেখেছে)। আগে কোনো কোনো আইনবিদ ভুলক্রমে 'আযল' (Coitus Interuptus) কে গর্ভপাতের সাথ একাকার করে বিবেচনা করতেন এবং তার বৈধতার পক্ষে বলতেন। এটার কোনো যৌক্তিকতা নেই কারণ 'আযল' এর ক্ষেত্রে কোনো 'জীবন' শুরুই হয়নি আর গর্ভপাত সেটি 'জীবন' ধ্বংসের সাথে জড়িত। শরিয়াহ ও চিকিৎসা নির্দেশনা ছাড়া গর্ভপাতকে কুরআনে বর্ণিত অভাবের তাড়নায় সন্তান হত্যার সাথেই তুলনা করা যায়।

গর্ভপাত যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ অবারিত করে

মানব হত্যার মতো অপরাধ হওয়া ছাড়াও সমাজে গর্ভপাতের সুযোগ অবাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার পথ উন্মুক্ত করে। সহজে এবং সুলভে গর্ভপাতের সুযোগ থাকায় মানুষ নির্ভয়ে দায় দায়িত্বহীনভাবে যৌনাচারে লিপ্ত হয়।

গর্ভপাত সমাজে সন্ত্রাস ও হত্যার পরিবেশ তৈরি করে

গর্ভপাত বৈধরণের মাধ্যমে মানবজীবনের প্রতি যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয় তা পরিণামে মানুষকে সহজেই জীবনঘাতি যেকোনো পন্থা গ্রহণে লিপ্ত করে। কথায় কথায় হত্যা-সন্ত্রাস মানুষের কাছে গ্রহণীয় ও সহণীয় হয়ে যায়। 'অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ' কে যারা সমর্থন করে তারা নিরীহ মানুষ হত্যা করতে দ্বিধা করে না।

নতুন মেডিকেল টেকনোলজীতে গবেষণা ও চিকিৎসার জন্য গর্ভপাত

যেসব নতুন চিকিৎসা প্রযুক্তির পরীক্ষায় বা ঐসব প্রযুক্তি নির্ভর ওষুধ তৈরিতে ভ্রুণ টিস্যু লাগবে সেগুলোর বিকাশে ফার্মাসিউটিকেল ব্যবসার মহারথীরা টাকার বিনিময়ে গরীব মানুষকে তাদের ভ্রুণের গর্ভপাত ঘাটিয়ে ভ্রুণদানে প্রলুব্দ করতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটনো হচ্ছে। অস্থি মজ্জার রোগ, পারকিনসন'স ডিজিজ, আলজিমার'স ডিজিজসহ আরো অনেক চিকিৎসার গবেষণায় ভ্রুণ টিস্যুর ব্যবহার হচ্ছে। এসব ভ্রূণ যদি পরিকল্পিত গর্ভপাতের মাধমে সংগৃহীত হয় তবে তা ব্যাপক আইনি ও নৈতিক বিতর্কের জন্ম দিবে। যে ভ্রুণ টিস্যুতে জীবনের লক্ষণ আছে তার ওপরে গবেষণাও একটি বিতর্কিত বিষয়। (Embryo Research এর বিষয়ে Islamic Medical Association-এর একটি সম্মত নীতিমালা আছে- অনুবাদক)।

মূলঃ ডাঃ উমার হাসান কাসুলী
অনুবাদঃ ড. শারমীন ইসলাম